লোকটা

লোকটার জন্য ‘দোবরু পান্না’ বিশেষণটিই যথাযথ। ‘আরণ্যক’ উপন্যাসের সেই বৃদ্ধ সাঁওতাল রাজা, বকাইন গাছের তলায় বসে যে শালপাতার বিড়ি খেত। অবিকল সে। বয়স যে একক দশক পেরিয়ে শতকের ঘর ছুঁই ছুঁই তা তাঁর মুখখানি দেখলেই বোঝা যায়।

ট্রেন থেমেছে শেওরাফুলি স্টেশনে। জংশন স্টেশন। ট্রেন মিনিট পাঁচেক দাঁড়ায়।

রবিবারের ফাঁকা ট্রেনে অনেকটা জায়গা পেয়ে সে উঠেই পা ছড়িয়ে বসল। তারপর লোকজন এলে পা গুলো শরীরের কাছে টেনে নিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল। কোমরের কাছে গুটনো লুঙ্গি। একটা পা সিটের উপর তুলে বসল খানিক। তাঁর নগ্ন পা খানি বিসদৃশ ঠেকল সামনের ভদ্রলোকের। খানিক কি হাত পা নেড়ে বললে, লোকটা পা নামিয়ে নিল।

কোমরের লুঙ্গির গিঁট খুলে বের করল বিড়ি আর দেশলাই। স্বচ্ছন্দে বিড়ি ধরিয়ে ছাড়লো একরাশ ধোঁয়া।

ব্যাস, লোকজন হই হই করে উঠল। লোকটার নির্লিপ্ত মুখ দেখে সহজেই বোঝা গেল হইচইয়ের কারণ যে সে নিজে তা সে বোঝেইনি। ওর চেহারা আর নির্লিপ্ততায় অনেকেই মুখ টিপে হাসল। আমার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে আমি তখন বললাম, ‘দেখ, ঠিক যেন দোবরু পান্না।’ লোকটার গাম্ভীর্যের তারিফ করতে হয়। সরকারি নিষেধের কথা তার জানা আছে বলে আমাদের কারো মনে হয়নি। একজন মনে হয় কিছু একটা তাকে বলল। আমরা দেখলাম তাকে জানলার বাইরে ধোঁয়া ছাড়তে। যাক অবুঝ নয়।

হঠাৎ একটু দূর থেকে এক ভদ্রলোক এগিয়ে গিয়ে ঐ লোকটাকে এই মারেন তো এই গলা ধাক্কা দেন। তার হাত থেকে বিড়ি কেড়ে নিয়ে ফেলে দিল বাইরে। আমরা তো হৈহৈ করে উঠলাম। ‘তখন থেকে বলছি। শ্লা ফেলবে না। ডাকব জি আর পী?’ লোকটার অসহায় মুখ তখনও থমথমে। যেন বুঝতেই পারেনি সে কী দোষ করল। নিমেষের মধ্যে ঘটনাটা ঘটল। ভদ্রলোক নিজের জায়গায় ফিরে যেতে যেতে ব্যাখ্যা করলেন, ‘বিড়ির ধোঁয়া একে সহ্য হয়না। তখন থেকে বলছি। দেখুন না আমার বাচ্চাটার অসুবিধে হয়।’

আমরা দেখলাম, ভদ্রলোকের পাশে একজন মহিলা বসে আছেন। গল্পে মেতেছিলাম বলে খেয়াল করিনি। শেওরাফুলিতেই কামরায় উঠেছেন বোধ হল। ভদ্রলোকের স্ত্রীর কোলে প্রায় একবছর বয়সের একটি শিশু। ভদ্রলোকের স্ত্রী বললেন, ‘আরে তুমি ঐভাবে বোল্লে কেন ?’ ভদ্রলোক জবাব দিলেন, ‘না বোল্বে না। শ্লা ছোটো লোক। সেয়ানা মাল।’

লোকটার জন্য মায়া হল। আমরা কেউ কিছুই বলতে পারলাম না। সবাই এমন চুপ থাকলাম যেন নীরবতা পালন হোচ্ছে। ট্রেনের ঘোষনা, হকারদের চিৎকার, রেলের ইঞ্জিনের শব্দ যেন বেড়ে গেল। 'ডীশপ্লেশড অ্যায়নগার, এইতো চলছে চারদিকে।' বলল আমার পাশের পৌঢ়।

ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। হঠাৎ লোকটা হুড়মূড়ীয়ে উঠে লোকজনকে ঠেলে নেমে গেল। ট্রেন ছেড়ে দিল।

ঐ লোকটার দোষ ছিল সন্দেহ নেই। তবে তার বয়স আর সারল্যে আমরা বিড়ির গন্ধটা সহ্য করেই নিচ্ছিলাম। কী জানি আদৌ আমরা সহ্য করছিলাম কিনা। হয়তো আমরাও বিরক্ত হচ্ছিলাম ওর নগ্ন উপস্থিতিটাতে। কেন না বাকি রাস্তায় আমরা কেউই তো ঐ ভদ্রলোককে বললাম না, আপনার ঐভাবে বলা ঠিক হয়নি।